১ জুন ২০১৭

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ মে ২০১৭

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

কারাগারে মৃত্যু

নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ

গুম

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

রাজনৈতিক সহিংসতা

বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে পুলিশের তল্লাশী

সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

শ্রমিকদের অধিকার

'চরমপন্থা' ও মানবাধিকার

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

মানবাধিকার লংঘনের কারনে বাংলাদেশের নাগরিকরা দেশ ছাড়ছেন

নারীর প্রতি সহিংসতা

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই।

জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ‘ব্যক্তি’কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ২০১৩ সালের আগস্ট মাস থেকে রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৭ সালের মে মাসের তথ্য উপাত্তসহ এই মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১-৩১ মে ২০১৭*								
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৫	১৭	১৯	৮	৮	৬৭
	গুলিতে নিহত		১	০	০	০	০	১
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	১	১	১	৩
	পিটিয়ে হত্যা		০	০	০	১	০	১
	মোট		১৬	১৭	২০	১০	৯	৭২
গুম			৬	১	২১	২	১৮	৪৮
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	২	০	২	০	৬
	বাংলাদেশী আহত		৩	৯	৩	১	৩	১৯
	বাংলাদেশী অপহৃত		৫	১	১	৪	০	১১
	মোট		১০	১২	৪	৭	৩	৩৬
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত		০	১	০	০	০	১
	আহত		২	৩	০	২	২	৯
	লাঞ্ছিত		০	১	০	১	০	২
	হুমকির সম্মুখীন		০	৪	৩	০	০	৭
	মোট		২	৯	৩	৩	২	১৯
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৫	৭	৬	১২	১১	৪১
	আহত		২১৭	৩২৫	৪২৮	৫৯৫	৫৭৫	২১৪০
	মোট		২২২	৩৩২	৪৩৪	৬০৭	৫৮৬	২১৮১
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১৭	১৪	২০	২৬	২২	৯৯
ধর্ষণ			৪৪	৫১	৬৯	৫৪	৭৭	২৯৫
যৌন হয়রানীর শিকার			১৪	২২	৩৫	২৩	১৪	১০৮
এসিড সহিংসতা			৩	৭	৪	৫	৫	২৪
গণপিটুনীতে মৃত্যু			১	৩	৮	৫	২	১৯
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	০	০	০	০
		আহত	০	২০	২১	৭০	১৫	১২৬
		ছাঁটাই	১০৩৪	১৭৩৩	৪৩	০	০	২৮১০
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৩	২	১১	১৯	৪	৩৯
		আহত	৭	৮	১৬	২২	০	৫৩
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার			০	৫	১	৬	৩	১৫

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহতভাবে চলতে থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। ভিকটিম পরিবারগুলো অভিযোগ করেছে যে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের অনেক আগেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং পরে গুলি করে হত্যা করে তা 'ক্রসফায়ার' 'এনকাউন্টার' বা 'গানফাইট' নামে চালিয়ে দিয়েছে। পুলিশ বা র‌্যাবের পক্ষ থেকে এই সমস্ত ঘটনার জন্য যে সমস্ত প্রেস ব্রিফিং বা প্রেস রিলিজ পাঠানো হচ্ছে, সেগুলোর বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বর্ণনা প্রায় একই রকম। ফলে সত্যিকার অর্থে কি ঘটেছিল এবং ঘটছে সেই সম্পর্কে জনগনের মধ্যে স্বচ্ছ কোনো ধারনা নাই। কোন ব্যক্তি অপরাধী কিনা তা নির্ণয় করে শাস্তি দেবে আদালত। অথচ দেখা যাচ্ছে র‌্যাব এবং পুলিশের একদল সদস্য বিভিন্ন ভাবে দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িত হয়ে অথবা নির্দেশিত হয়ে এই ধরনের হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বারবার দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবি জানানো হলেও সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অস্বীকার করছে এবং এই ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তিও প্রবলভাবে বিরাজ করছে।

২. *অধিকার* এর তথ্য মতে ২০১৭ সালের মে মাসে ৯ জন ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

৩. গত ১২ মে রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার দেবগ্রাম ইউনিয়নের দুর্গম রাখালগাছি চরে র‌্যাবের গুলিতে রকিবুল হাসান বাপ্পি (৩০) ও লালন মোল্লা (৩৩) নামে দুই যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। র‌্যাব জানিয়েছে, তারা দুজন 'চরম বামপন্থী' সংগঠন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তাঁদের পার্টির গোপন বৈঠক চলাকালে র‌্যাব অভিযান চালালে উভয় পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়ের সময় এই দুজন নিহত হন বলে র‌্যাব দাবী করেছেন। অথচ নিহত এক যুবকের পরিবার বলছে, চার মাস আগে তাঁকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রকিবুল হাসান বাপ্পির বোনের ছেলে (ভাগনে) মনিরুল ইসলাম জানান, বাপ্পি ছিলেন তাঁতের কারিগর। ঢাকার আবদুল্লাপুরে তাঁর ছোট একটি ব্যবসা ছিল। গত ২৪ জানুয়ারী তাঁকে ঢাকার বাসা থেকে থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। লালন মোল্লার বাবা আবদুল কুদ্দস মোল্লা জানান, চার মাস আগে ঢাকা থেকে লালন নিখোঁজ হয়।[১]

৪. গত ৯ মে ফরিদপুর শহরতলির বাইপাস এলাকায় সবুজউদ্দিন ও পাভেল মুন্সি নামে দুই যুবক মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। পুলিশ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, দুই দল ডাকাতের মধ্যে গোলাগুলিতে ওই দুই যুবক নিহত হয়েছেন। সবুজউদ্দিনের মা সাজেদা বেগম বলেন, দারিদ্রের কারণে তাঁর ছেলে লেখাপড়া করতে পারে নাই। শিক্ষানবিশ চালকের লাইসেন্স পেয়েছিল। সে কোনো খারাপ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। থানায় তার নামে কোনো মামলা বা জিডি নাই। পুলিশ ডাকাত বানিয়ে তাঁর ছেলেকে হত্যা করেছে। তিনি পুলিশের হাতে তাঁর ছেলের হত্যার বিচার চেয়ে প্রধানমন্ত্রী ও জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন।[২]

---

[১] গোয়ালন্দে র‌্যাবের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' দুই যুবক নিহত/প্রথম আলো ১৪ মে ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-05-14/2

[২] 'আমার ছেলেকে ডাকাত বানিয়ে হত্যা করা হয়েছে'/প্রথম আলো ১৬ মে ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1181326/

মৃত্যুর ধরন:

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

৫. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ৮ জন ‘ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৬ জন পুলিশের হাতে এবং ২ জন র‌্যাবের হাতে নিহত হয়েছেন।

নির্যাতনে মৃত্যুঃ

৬. এই সময় ১ ব্যক্তি পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন।

নিহতদের পরিচয় ঃ

৭. নিহত ৯ জন এর মধ্যে জন ২ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির (লাল পতাকা) সদস্য, ১ জন চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী এবং ৬ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

কারাগারে মৃত্যু

৮. *অধিকার* এর তথ্য মতে ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ১৬ জন ‘অসুস্থতাজনিত’ কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৯. কারাগারে আটক কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে কারাগারে যাওয়ার পর কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে অনেক কারাবন্দী মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[৩] দেশের কারা হাসপাতালগুলোর নানান ধরনের সমস্যায় জর্জরিত থাকার বিষয়টি প্রমাণ করে যে, কারাবন্দীদের স্বাস্থ্যসেবার অবস্থা খুবই শোচনীয়। এরমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, চিকিৎসা সরঞ্জামের তীব্র অভাব এবং ৯৩ শতাংশ ডাক্তারের শূন্য পদ। কারা কর্মকর্তাদের মতে, বর্তমানে সারাদেশে ৬৮টি কারাগারে প্রায় ৭৫ হাজার কারাবন্দীর জন্য মাত্র ৬ জন স্থায়ী চিকিৎসক রয়েছেন।[৪] *অধিকার* প্রত্যেকটি কারাগারে কারাবন্দীদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধার দাবি জানাচ্ছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব

১০. পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে নির্যাতন, হয়রানি, চাঁদা আদায় এবং হামলা করার অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং তারা যে আইনের উর্ধ্বে এই বার্তাই জনগন পাচ্ছে। দীর্ঘদিন নির্যাতনের বিরুদ্ধে চালানো প্রচারভিযানের ফলশ্রুতিতে ২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে ‘নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩’ পাস হলেও আইনটির প্রয়োগ না থাকায় এই ব্যাপারে বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

---

[৩] *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য

[৪] Prison hospitals in shambles/নিউএজ ১৬ মে ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/15646/prison-hospitals-in-shambles

১১. ২০১৬ সালে ২৬ জুন হাবিবুর রহমান নামে এক ব্যক্তি তাঁর বাসায় অবৈধভাবে প্রবেশ করে মারধর ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করার কারনে মিরপুরের পাইকপাড়া এলাকার মোহাম্মদ মামুন মিয়াসহ ২৩ জনকে আসামী করে মিরপুর থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই মারুফুল ইসলাম মামলাটি তদন্ত করে ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ১০ মাসের শিশু রুবেল এবং মৃত আরিফুর রহমানসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। অভিযোগপত্রে শিশু রুবেল ও মৃত আরিফুর রহমানকে পলাতক দেখানো হয়। সেই কারণে আদালত থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদনও করা হয়। আদালত ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করে।[৫] গত ১৪ মে পুলিশ সদর দপ্তর এই ঘটনার জন্য এস আই মারুফুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে।[৬]

পিতার কোলে চড়ে হাজিরা দিতে আদালতে মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি দশ মাসের শিশু রুবেল, ১০ মে নয়াদিগন্ত ২০১৭

গুম

১২. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটককৃত ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে সোপর্দ করছে অথবা আদালতে হাজির করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া যাচ্ছে। একইভাবে বহু রাজনৈতিক কর্মী গুম হয়েছেন, যাঁদের এখনও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ভিকটিমদের পরিবারগুলো তাঁদের স্বজনদের অনুপস্থিতিতে প্রতিনিয়ত মানসিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

১৩. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালের মে মাসে ১৮ জন গুমের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৩ জনের লাশ পাওয়া গেছে, ২ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং ৩ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ১০ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

---

[৫] **১০ মাসের শিশু ও মৃতের নামে চার্জশিট:বাদি ও তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তলব/** নয়াদিগন্ত ১০ মে ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/218917

[৬] Child in Charge Sheet: 2 policemen withdrawn, 1 suspended /ডেইলি স্টার ১৫ মে ২০১৭/ http://www.thedailystar.net/backpage/child-charge-sheet-2-policemen-withdrawn-1-suspended-1405285

১৪. প্রতি বছর মে মাসের শেষ সপ্তাহে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত সংগঠনগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ পালন করে।[৭] গত ২৮ মে থেকে বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে গুমের বিরুদ্ধে আর্ন্তজাতিক সপ্তাহ পালন শুরু হয়েছে, যা ৪ জুন পর্যন্ত চলবে। এ সপ্তাহ পালন উপলক্ষে ২৮ মে যশোর প্রেসক্লাবে গুম হওয়া মোহাম্মদ রিজওয়ানের পরিবার রিজওয়ানকে ফিরে পাবার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করে। ৩০ মে বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গুম হয়ে যাওয়া কুষ্টিয়া ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ এবং আল মুকাদ্দাসের পরিবারের সদস্যরা তাঁদের ফিরে পাবার দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেন। ৩১ মে ফেনী জেলায় গুম হয়ে যাওয়া যুবদল নেতা মাহাবুবুর রহমান রিপনের পরিবার মানববন্ধন ও সমাবেশের মধ্যে দিয়ে রিপনকে ফিরে পাবার দাবি জানায়।[৮]

২৮ মে যশোর প্রেসক্লাবে গুম হওয়া মোহাম্মদ রিজওয়ানের পরিবার রিজওয়ানকে ফিরে পাবার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করে। ছবি: অধিকার

৩০ মে বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গুম হয়ে যাওয়া কুষ্টিয়া ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ এবং আল মুকাদ্দাসের পরিবারের সদস্যরা তাঁদের ফিরে পাবার দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেন। ছবি: অধিকার

৩১ মে ফেনী জেলায় গুম হয়ে যাওয়া যুবদল নেতা মাহাবুবুর রহমান রিপনের পরিবার মানববন্ধন ও সমাবেশের মধ্যে দিয়ে রিপনকে ফিরে পাবার দাবি জানায়। ছবি: অধিকার

[৭] গুমের বিরুদ্ধে এই সপ্তাহটি ১৯৮১ সালে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের নিয়ে গড়ে ওঠা ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েসন অফ রিলেটিভস অফ ডিসএ্যাপিয়ার্ড ডিটেইনিস (FEDEFAM) নামের দক্ষিণ আমেরিকার একটি সংগঠন প্রথম পালন করা শুরু করে। এরপর থেকেই গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে গণমানুষের সংগঠনগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সপ্তাহটি পালন করে আসছে। ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অধীনে অনেকেই গুম হয়েছিলেন। তখন সপ্তাহটি পালন করার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল গুমের বিরুদ্ধে প্রচারণাকে ত্বরান্বিত করা।

[৮] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

১৫. গত ৯ মে সকাল আনুমানিক ১০টায় ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলা শহরে মেহেদী হাসান সবুজ (২৭) নামের এক যুবককে তাঁর নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবুজ ইলেক্ট্রনিকসের সামনে থেকে সাদা পোষাকের ৩ থেকে ৪ জন লোক ধরে মহেশপুর থানায় নিয়ে যায়। সবুজকে তুলে নিয়ে যাবার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন মেহেদি হাসান সবুজের বাবা আমিনুর রহমানসহ আরো অনেকে। তাঁরা সাদা পোশাকের লোকদেরকে মহেশপুর থানার পুলিশ বলে চিনতে পারেন। পরবর্তীতে মেহেদী হাসান সবুজকে থানা থেকে একটি সাদা মাইক্রোবাসে করে ঝিনাইদহ শহরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর থেকে তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, সবুজের নামে থানায় কোন মামলা নেই। ঘটনার দিন পরিবারের সদস্যরা থানায় যোগাযোগ করলে কোনো তথ্য দেয়া যাবে না বলে পুলিশ তাঁদের জানায়।[৯] গত ৩১ মে বিকাল ৫:১০ টায় তাকে ঢাকার সায়েদাবাদ থেকে জেএমবি সদস্য হিসেবে আটক করা হয়েছে বলে গোয়েন্দা পুলিশ দাবি করে। অথচ মেহেদী হাসান সবুজের মামা মশিকুর রহমান জানান, ৩০ মে সবুজের চাচা আবদুস সালাম মহেশপুর থানা হাজতে সবুজের সঙ্গে দেখা করেছে।[১০]

১৬. গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ ‘চরমপন্থী’ সন্দেহে আটক করে তিন দিন সাতক্ষীরা সদর থানা হাজতে রাখার পর গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরা শহরের কুখরালি গ্রামের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মোখলেছুর রহমান জনির ব্যাপারে আগামী ৩ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিয়েছে। গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরার মোখলেছুর রহমান জনির স্ত্রী জেসমিন নাহার রেশমা গত ২ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। এই রিট পিটিশনে জেসমিন নাহার রেশমা উল্লেখ করেন, ২০১৬ সালের ৪ অগাস্ট রাত আনুমানিক সাড়ে নয় টায় তাঁর স্বামী মোখলেছুর রহমান জনি অসুস্থ বাবার জন্য ওষুধ কিনতে শহরের রাবনী সিনোমা হল মোড় এলাকায় গেলে সদর থানার এস আই হিমেল তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে ৫, ৬ ও ৭ অগাস্ট ২০১৬ তিনি ও তাঁর শ্বশুর অন্যান্য স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে থানা হাজতে তাঁর স্বামীকে খাবার দিয়েছেন এবং কথাও বলেছেন। ঐ সময় তাঁরা তৎকালীন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এমদাদুল হক শেখ ও এস আই হিমেলের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা ‘ইসলামী চরমপন্থিদের’ সঙ্গে জনির সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে তাঁদের জানান এবং জনির মুক্তির বিনিময়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এমদাদুল হক শেখ ও এস আই হিমেল তাঁদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন। এরপর ৮ অগাস্ট তাঁরা থানায় গেলে জনিকে আর দেখতে পাননি। পুলিশও জনির অবস্থান সর্ম্পকে এরপর আর কিছু জানাতে অস্বীকৃতি জানায়।[১১]

১৭. গত ৪ মে থেকে ৬ মে পর্যন্ত ঝিনাইদহ জেলার চুয়াডাঙ্গা, বারুইখালী ও পোড়াহাটি গ্রামের নয় ব্যক্তি গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ৬ জনকে ৬ মে তাঁদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়। পুলিশ বলছে ‘চরমপন্থী’ সংশ্লিষ্টতার কারণে কোনো সংস্থা তাঁদের তুলে নিয়ে যেতে পারে। গত ৭ মে চুয়াডাঙ্গা গ্রাম থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে মহেশপুর উপজেলার বজারপুর গ্রামে পুলিশের ‘অভিযানে’ আবদুল্লা ও চুয়াডাঙ্গা গ্রামের তুহিন বিশ্বাস নামে দুই ব্যক্তি নিহত হন বলে পুলিশ জানায়। আবদুল্লা ছিলেন নছিমনচালক[১২] আর তুহিন স্থানীয় একটি সারের কারখানায় কাঠের গুঁড়ো সরবরাহ করতেন। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, এঁরা ‘নব্য জেএমবির’ সদস্য ছিলেন। গুম হওয়া নয়জনের মধ্যে পুলিশের অভিযানে নিহত তুহিন

---

[৯] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

[১০] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

[১১] **থানা থেকে নিখোঁজ ডা: মোখলেছুর:তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ হাইকোর্টের/**নয়াদিগন্ত ১৭ মে ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/220613

[১২] নছিমন এক ধরনের যন্ত্রচালিত যান

বিশ্বাসের বড় ভাই মোহাম্মদ টিটু বিশ্বাস (২৫) ও নিহত আবদুল্লার শ্বশুর ভ্যানচালক আবদুল লতিফও আছেন। গুম হওয়া অন্য সাতজন হলেন সরকারী কেশব চন্দ্র (কেসি) মহাবিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ শাহীন জামান (২২) ও ডিগ্রি শেষ বর্ষের ছাত্র রানা আহমেদ (২৫), সাইকেল মিস্ত্রি মনোয়ার হোসেন (৩২), গ্রীল মিস্ত্রি লিমন বিশ্বাস (১৭), ইজিবাইক চালক আল আমিন (২৫), কাপড় ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সাহেব আলী (৪২) এবং ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ইমন হোসেন (১৭)। এই নয়জনের মধ্যে টিটু বিশ্বাসের পরিবার ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেছে। গুম হওয়া ব্যবসায়ী সাহেব আলীর শ্বাশুড়ী মোসাম্মৎ আমেনা খাতুন বলেন, গত ৬ মে রাত আনুমানিক সাড়ে ১১ টায় জনা পাঁচেক লোক একটি সাদা মাইক্রোবাসে করে এসে তাঁদেরকে শাহীন জামানের বাড়ি দেখিয়ে দিতে বলে। সাহেব আলীর বাড়ি থেকে শাহীন জামানের বাড়ির দুরত্ব ৪০-৫০ গজের মতো। শাহীন জামানের বাবা আনোয়ার হোসেন বলেন, কোনো কিছু না বলেই তাঁর ছেলেকে একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। থানায় জিডি করতে গেলে পুলিশ জিডি নেয়নি।[১৩]

১৮. গত ২৩ মে রাত আনুমানিক ১২ টায় চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি শেখ মোহাম্মদ মহিউদ্দীনকে ঢাকার আরামবাগ এলাকার একটি বাস কাউন্টার থেকে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য পরিচয় দিয়ে কয়েকজন ব্যক্তি তুলে নিয়ে যায়। গত ২৪ মে বিকেলে একই এলাকায় তাঁকে রেখে যাওয়া হয় বলে জানা গেছে। শেখ মহিউদ্দীনের স্ত্রী ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, তাঁর বাবা অসুস্থ থাকায় তাঁকে দেখতে গত ২১ মে তাঁর স্বামী ঢাকায় যান। গত ২৩ মে রাতে চট্টগ্রামে ফেরার সময় তাঁকে বাস কাউন্টার থেকে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা ধরে নিয়ে যায়। তাঁর স্বামীর এক বন্ধু খবরটি তাঁদের জানান। ওই বন্ধু বাস কাউন্টারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অবশ্য ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের উপ কমিশনার (পূর্ব) খোন্দকার নুরুন নবী বলেন 'মহিউদ্দিন সাহেবকে কারা তুলে নিয়েছে, তা তাঁর জানা নাই'।[১৪] শেখ মোহাম্মদ মহিউদ্দীন বলেন, 'আটক' থাকার সময় চরম ভয় ও গুম আতঙ্কে ছিলেন তিনি। স্ত্রী-কন্যা ও দলীয় নেতা কর্মীদের কাছে ফিরে আসতে পারবেন এমন আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন।[১৫]

শেখ মোহাম্মাদ মহিউদ্দীন, প্রথম আলো ২৫ মে ২০১৭

১৯. গত ৩০ মে র‍্যাব-১৩ এর সদস্য পরিচয়ে সাদা পোশাকের কয়েকজন লোক নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার আগ্রাণ উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র মোবারক হোসেনকে (১৬) তুলে নিয়ে গেছে। আগ্রাণ

[১৩] ঝিনাইদহে তিন দিনে নিখোঁজ ৯: আহমেদ জায়িফ ও আজাদ রহমান/ প্রথম আলো ১৮ মে ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1184506/

[১৪] 'তুলে নেওয়ার' ১৭ ঘণ্টা পর ফিরে এলেন বিএনপি নেতা মহিউদ্দীন/ প্রথম আলো ২৫ মে ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1192486/

[১৫] ডিবি কার্যালয় থেকে ফেরা বিএনপি নেতা: গুম আতঙ্কে ১৬ ঘণ্টা কেটেছে নির্ঘুম রাত/ যুগান্তর ২৬ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/05/26/127471/

উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বলেন, প্রায় এক মাস আগে দুইজন লোক নিজেদের উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মী পরিচয় দিয়ে বিদ্যালয়ে আসেন। তাঁরা বিদ্যালয়ের ভোকেশনাল শাখার শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং মোবারক হোসেনসহ পাঁচ শিক্ষার্থীকে বাছাই করেন। গত ৩০ মে তাঁরা ফোন করে উপবৃত্তির টাকা দেয়ার জন্য আসবেন বলে জানান। এই সময় বিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও প্রধান শিক্ষকসহ কয়েকজন শিক্ষক ওই পাঁচ শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে উপস্থিত করেছিলেন। বেলা আনুমানিক ১:০০ টায় সাদা রংয়ের একটি মাইক্রোবাসে চার ব্যক্তি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। একপর্যায়ে ঐ ব্যক্তিরা নিজেদের র‍্যাব-১৩ এর সদস্য বলে পরিচয় দেন এবং পরিচয়পত্র দেখিয়ে মোবারক হোসেনকে জোর করে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে চলে যান। প্রধান শিক্ষক আবদুস সোবহান বলেন, যাওয়ার সময় ওই ব্যক্তিরা একটি মুঠোফোন নম্বর (০১৭১৮৭৭৯৫২২) তাঁকে দিয়ে যান এবং বলেন, জঙ্গি-সংশ্লিষ্ট বিষয় খতিয়ে দেখতে মোবারককে নেয়া হচ্ছে। পরে ওই মুঠোফোন নম্বরে ফোন করে কেনো সাড়া পাওয়া যায়নি। র‍্যাব-১৩ এর নিয়ন্ত্রণ কক্ষে যোগাযোগ করা হলে নাম প্রকাশ না করে একজন জানান, তাঁদের কোনো টিম নাটোরে যায়নি। তবে নাটোর র‍্যাব ক্যাম্পের সহকারি পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন বলেন, তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, মোবারক হোসেনকে র‍্যাব-১৩ এর সদস্যরা নিয়ে গেছেন।[১৬] গত ৩১ মে মোবারক হোসেনকে ৬ মে কতোয়ালী থানায় দায়ের করা সন্ত্রাস দমন আইনের একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়েছে র‍্যাব-১৩। তবে সেদিন বিকেল পর্যন্ত তাকে আদালতে হাজির করা হয় নাই বলে জানিয়েছেন মোবারকের আইনজীবী সাহাদাত হোসেন।[১৭]

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

২০. ২০১৭ সালের মে মাসে ২ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

২১. মূলতঃ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ বিভাগের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অস্থিরতা। ফলে এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

২২. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ১১ জন নিহত ও ৫৭৫ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ৩৫টি ও বিএনপি'র ৮টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১০ জন নিহত ও ৩৭৬ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অপরদিকে, বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১২৩ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

২৩. জনগণের কাছে দায়বদ্ধ না থেকে বিতর্কিত নির্বাচনের[১৮] মাধ্যমে দীর্ঘদিন জোর করে ক্ষমতায় থাকার কারণে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন এবং সারাদেশে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতা-কর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁরা প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে

---

[১৬] র‍্যাব পরিচয়ে ছাত্রকে তুলে নেওয়া হলো স্কুল থেকেই/ প্রথম আলো ৩১ মে ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1199106/

[১৭] **তুলে নেওয়া স্কুলছাত্রকে গ্রেপ্তার দেখাল র‍্যাব**/প্রথম আলো ১ জুন ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-06-01/5

[১৮] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে তৎকালীন প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ তাদের নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটসহ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনকৃত বেশিরভাগ দলই অংশগ্রহণ করেনি। এতে করে নির্বাচনের আগেই নজিরবিহীনভাবে সর্বমোট ৩'শ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনেই সরকারি দল আওয়ামীলীগ ও আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন জোটের সমর্থকরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগন তাদের ভোটাধিকার হারায়।

ব্যবহার করে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা করছেন। বিভিন্ন সহিংসতার ঘটনায় নেতা-কর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে নিজেদের মধ্যেও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দলীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দল এতটাই প্রকটভাবে বিরাজ করছে যে, তাদের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের অনেক অজানা কথা এখন প্রকাশ পাচ্ছে তাদের ভেতর থেকেই।

২৪. গত ৪ মে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও এসএম বদরুল হক বিদাস উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিমূলক সহায়ক পরীক্ষা চলছিল। এই সময় পরীক্ষার হলে দায়িত্বরত শিক্ষকরা আট শিক্ষার্থীর মোবাইল ফোন জব্দ করেন। এতে কয়েক শিক্ষার্থী পরীক্ষা হল থেকে বের হয়ে স্থানীয় শিবগঞ্জ বাজারে গিয়ে যশরা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সাইফুল ইসলাম এবং যশরা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি সুমন মিয়ার কাছে এই ব্যাপারে অভিযোগ করে। এতে ক্ষুদ্ধ হয়ে সাইফুল ইসলাম ও সুমন মিয়া দলবল নিয়ে বিদ্যালয়ে এসে প্রধান শিক্ষক বদরুল হকের মোটর সাইকেল নিয়ে চলে যায়। বিষয়টি জানতে পেরে প্রধান শিক্ষক বদরুল হক তাঁর সহকর্মী শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে মোটর সাইকেল আনতে সাইফুল ইসলামের কাছে যান। এই সময় ক্ষুদ্ধ সাইফুল ইসলাম ও সুমন তাদের সঙ্গীদের নিয়ে দা ও লাঠিসোটা দিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। এই হামলায় প্রধান শিক্ষক বদরুল হকের বাম পা ভেঙ্গে যায়।[১৯]

গফরগাঁও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের হামলায় আহত প্রধান শিক্ষক বদরুল হক। ছবি: যুগান্তর ৭ মে ২০১৭

২৫. গত ১০ মে নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাড়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নারায়ণগঞ্জের উন্মেষ সাংস্কৃতিক সংসদ আয়োজিত রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের মহানগর কমিটির আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান রিয়াদের নেতৃত্বে শতাধিক নেতাকর্মী হামলা চালিয়ে চেয়ার ও মাইক ভাংচুর করে এবং সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সুমাইয়া সেতু, সহ-সভাপতি ফারজানা আক্তার ও উন্মেষ সাংস্কৃতিক সংসদের সাধারণ সম্পাদক শুভ বণিককেও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করা হয়।[২০]

২৬. গত ২৩ মে মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার চানপুর ইউনিয়নের নির্বাচনে স্থানীয় আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য পঙ্কজ দেবনাথ এর ভোট জালিয়াতি ও দুর্বৃত্তায়নের প্রতিবাদে বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ইতিপূর্বে দুইবারে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও বরিশাল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান

---

[১৯] গফরগাঁওয়ে পরীক্ষার হলে মোবাইল জব্দের জের: শিক্ষকের পা ভেঙে দিল আ'লীগ ও যুবলীগ নেতারা/ যুগান্তর ৭ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/05/07/122765/

[২০] ছাত্রলীগের হামলায় পণ্ড রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান/ প্রথম আলো ১১ মে ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1176666/ এবং অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়নগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

মইদুল ইসলাম এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, “২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির আগে যখন আন্দোলন চলছিল, তখন ২ ডিসেম্বর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ দেবনাথ ঢাকার শাহবাগে তাঁর নিজের মালিকাধীন বিহঙ্গ পরিবহনে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগান। এতে ১১ জন যাত্রী মারা যান। এই ঘটনার পর তিনি দলের নেত্রীর সহনুভূতি অর্জনে সক্ষম হন এবং দলীয় মনোনয়ন লাভ করেন”।[21] উল্লেখ্য ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনের আগে ও পরে বিএনপির নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের আন্দোলন চলাকালে পেট্রোল বোমা হামলা এবং আগুনে বহু মানুষ হতাহত হন। সরকার এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট এই আন্দোলনের সময় পেট্রোল বোমা মেরে এবং আগুন দিয়ে মানুষ হত্যা করেছে।

সংবাদ সম্মেল, ছবিঃ মানবজমিন, ২৪ মে ২০১৭

বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে পুলিশের তল্লাশি

২৭. গত ২০ মে ঢাকার গুলশানে অবস্থিত বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে গুলশান বিভাগের পুলিশের ডিসি মোস্তাক আহমেদ খানের নেতৃত্বে পুলিশ তল্লাশি চালায়। এদিন আনুমানিক সকাল পৌনে ৭ টায় অভিযান চলার সময় মূল ভবনের গেটের তালাসহ পাঁচটি তালা ভাঙ্গা হয় আর উল্টো করে রাখা হয় সিসি টিভি ক্যামেরা। গুলশান থানায় গত ১৩ মে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির জিডির ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। জিডিতে উল্লেখ করা হয়, “গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, গুলশান থানাধীন রোড নম্বর ৮৬ বাড়ি নম্বর ০৬ এ এবং এর আশে পাশের এলাকায় রাষ্ট্রবিরোধী ও আইন শৃংখলা পরিপন্থী নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে অংশগ্রহণের আহ্বায়নমূলক বিভিন্ন বক্তব্য সম্বলিত বিপুল পরিমান নাশকতা সৃষ্টির সামগ্রী বর্ণিত ঠিকানায় আছে”। এই বিষয়ে গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, আদালতের সার্চ ওয়ারেন্টের ভিত্তিতেই বিএনপি’র চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে অভিযান চালানো হয়। সেখানে কোনো রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড চলছিল কিনা, কোনো ডকুমেন্ট রয়েছে কিনা তা দেখতেই এই তল্লাশী অভিযান চালানো হয়। তবে তেমন কিছু পাওয়া যায় নাই।[22] পুলিশের দায়িত্বশীল একাধিক সূত্র জানায় দুই দিন আগে এই কার্যালয়ে দুটি ভ্যান ঢোকে। এরপর গোয়েন্দা তথ্য আসে যে, বিএনপি ক্ষমতাসীন সরকারের দুর্নীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে শ্বেতপত্র ছেপেছে। বিদেশী কূটনৈতিকদের মধ্যে এবং সারাদেশে বিতরণের জন্য এগুলো বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এনে রাখা হয়েছে। তাই এইসব জব্দ করতে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে এই

[21] সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি: পঙ্কজ দেবনাথ নিজ পরিবহনে আগুন দিয়ে মনোনয়ন বাগিয়েছিলেন/ মানবজমিন ২৪ মে ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=66716&cat=3/

[22] খালেদা জিয়ার কার্যালয়ে তল্লাশি/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ২১ মে ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/first-page/2017/05/21/233400

অভিযান চালানো হয়।[২৩] উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার বরাবরই বিএনপি এবং এর জোটভুক্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে। সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী নেতাকর্মীদের বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা, গুম, নির্যাতন করার যেমন অভিযোগ আছে, তেমনিভাবে তাদের সভা-সমাবেশ করতে বাধা দেয়া-নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা দিয়ে জেলে আটক রাখারও অনেক অভিযোগ আছে।

সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা

২৮. শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ ও মিছিল-র‌্যালি করা প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার। সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলা করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা। বর্তমান সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের এবং মতের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা দিচ্ছে এবং পুলিশ ও দলীয় কর্মীদের দিয়ে হামলা চালাচ্ছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালানোর ফলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিবর্তনমূলক রূপ ধারন করেছে।

২৯. গত ৬ মে মাদারীপুর সদর উপজেলার চরমুগরিয়া কমিউনিটি সেন্টারে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জেলা বিএনপি এক কর্মী সভার আয়োজন করে। কিন্তু পুলিশ কর্মসূচির শুরুতেই তা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। পুলিশের বাধায় কর্মসূচি বন্ধ করে বিএনপি নেতাকর্মীরা ছাত্রদলের আঞ্চলিক কার্যালয়ে অবস্থান নিলে সেখানে পুলিশ তাদের ওপর লঠিচার্জ করে। পরে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ চরমুগরিয়া কমিউনিটি সেন্টারে সভা করতে না পেরে পার্শ্ববর্তী আবু বকর সিদ্দিক বিদ্যালয়ে সভা করার চেষ্টা করলে পুলিশ সেখানেও বাধা দেয় এবং নেতাকর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ করে সভা পণ্ড করে দেন। এই সময় পুলিশের হামলায় বিএনপির ১৫ জন নেতাকর্মী আহত হন এবং পুলিশ ২৩ জন নেতাকর্মীকে আটক করে।[২৪]

৩০. গত ১৩ মে সাতক্ষীরা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে জেলা বিএনপি আয়োজিত প্রতিনিধি সম্মেলন চলাকালে পুলিশ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা মিলনায়তনে ঢুকে পড়ে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে তা বানচাল করে দেয়। [২৫]

৩১. গত ১৮ মে মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) শিক্ষার্থীরা তাদের চার দফা দাবিতে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কর্মসূচি পালন শেষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের পুলিশ বাধা দেয় ও লাঠি চার্জ করে। এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা পুলিশের বাধা ও লাঠিচার্জের মধ্যেই শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে পৌঁছালে পুলিশ তাদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ও জলকামান থেকে গরম পানি ছুঁড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।[২৬]

---

[২৩] খালেদা জিয়ার কার্যালয়ে হঠাৎ তল্লাশি, অস্থিরকা/প্রথম আলো ২১ মে ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-05-21/1

[২৪] মাদারীপুরে বিএনপির কর্মিসভা পুলিশের লাঠিচার্জে পণ্ড/ যুগান্তর ৭ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/city/2017/05/07/122800/

[২৫] বিএনপির মিছিল ও সমাবেশ: পিরোজপুরে পুলিশের লাঠিচার্জ সাতক্ষীরায় তাণ্ডব/যুগান্তর ১৪ মে ২০১৭/ http://ejugantor.com/2017/05/14/3/details/3_r6_c4.jpg

[২৬] শাহবাগে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, ভাঙচুর/ প্রথম আলো ১৯ মে ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-05-19/8 ও **শাহবাগে ম্যাটস শিক্ষার্থী ও পুলিশের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া/** নয়াদিগন্ত ১৯ মে ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/221099

ছবিঃ মাসবজমিন ১৯ মে ২০১৭

শাহবাগে আন্দোলনরত মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স ট্রেনিং স্কুলের (ম্যাটস) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের একটি মুহূর্ত। ছবিঃ যুগান্তর, ১৯ মে ২০১৭

৩২. বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে তল্লাশির প্রতিবাদে গত **২১** মে ঢাকার বাড্ডা এলাকার গুদারাঘাটে মহানগর বিএনপির নেতাকর্মীরা একটি মিছিল বের করলে পুলিশ বাধা দেয়। বাধা উপেক্ষা করে মিছিল এগিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে মহানগর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান গুলিবিদ্ধ হন।[২৭]

খালেদা জিয়ার কার্যালয়ে তল্লাশির প্রতিবাদে মতিঝিলে স্বেচ্ছাসেবক দলের মিছিলে পুলিশের অ্যাকশন। ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ২২ মে ২০১৭

৩৩. বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে তল্লাশির প্রতিবাদে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশের অনুমতি না দেয়ায় গত ২৫ মে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় বিএনপি'র বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ বাধা দেয় এবং লাঠিচার্জ করে মিছিলগুলো ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পুলিশ মিছিল থেকে ঢাকা মহানগর দক্ষিন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক তানভীর আহমেদ রবিনসহ ৩০ জন নেতা কর্মীকে আটক করেছে ।[২৮]

৩৪. গত ২৬ মে সুপ্রিম কোর্ট চত্বর থেকে গ্রীক দেবী থেমিস এর বাঙালি প্রতিরূপ সরানোর প্রতিবাদে এবং তা পুনঃস্থাপনের দাবিতে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ঐক্যফোরাম, উদিচি, অনলাইন অ্যাকটিভিস্টসহ বিভিন্ন সংগঠন বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দিকে যাওয়ার সময় শিশু একাডেমির সামনে পুলিশি বাধার মুখে পড়ে। এই সময় মিছিলকারীরা পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে এগিয়ে

---

[২৭] **বিএনপির বিক্ষোভে বাধা, বাড্ডায় গুলি**/নয়াদিগন্ত ২২ মে ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/221955

[২৮] বিএনপির মিছিলে পুলিশের বাধা লাঠিপেটা আটক ৩০/ যুগান্তর ২৬ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/05/26/127470/

যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে রঙিন পানি ছুঁড়ে এবং টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় ২০/২৫ জন বিক্ষোভকারী আহত হন।[২৯]

সুপ্রিমকোর্ট চত্বর থেকে ভাস্কর্য সরানোর প্রতিবাদে বাম ছাত্র সংগঠনগুলো বিক্ষোভে পুলিশের বাধা। ছবিঃ ডেইলী স্টার, ২৭ মে ২০১৭

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

৩৫. মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় সরকার ও সরকারদলীয় লোকদের হস্তক্ষেপ ব্যাপক রূপ নিয়েছে। সরকারের সমালোচনাকারী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সরকার চরমভাবে দমন করছে। সংবাদমাধ্যম, সংবাদকর্মী কিংবা কোন নাগরিক সরকারের সমালোচনামূলক কিছু প্রকাশ করলে বা যে কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশেষ করে ফেসবুকে কোন মন্তব্য দিলে এবং তা সরকারের বিরুদ্ধে গেলেই সরকার বিদ্বেষবশতঃ তাঁদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৩৬. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ২ জন সাংবাদিক আহত, ১ জন হামলার শিকার হয়েছেন এবং ২ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

৩৭. বর্তমান সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষতঃ ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে। রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেল বিটিভিতে শুধুমাত্র সরকারি ও সরকারদলীয় খবরা-খবরই পরিবেশিত হয়। বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে রাজনৈতিক বিবেচনায় আরও অনেকগুলো নতুন বেসরকারি টিভি চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছে, যেগুলোর মালিকরা সবাই সরকারের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তি। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হচ্ছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকরা সেল্ফসেন্সরশিপ প্রয়োগ করছেন। এরপরও পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিকরা বিভিন্ন সময়ে সরকারিদলের সমর্থক দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়ে নিহত বা আহত হচ্ছেন।

---

[২৯] সুপ্রিমকোর্ট চত্বরের ভাস্কর্য অপসারণ: বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশি অ্যাকশন/ যুগান্তর ২৭ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/05/27/127761/

সাংবাদিকদের ওপর হামলা

৩৮. ঢাকার বনানীতে অবস্থিত রেইনট্রি হোটেলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রীর ধর্ষণ ঘটনায় রেইনট্রি হোটেলের মালিক ঝালকাঠি-১ আসনের ক্ষতাসীনদল আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য বজলুল হক হারুণ সম্পর্কে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ফেইসবুকে শেয়ার ও লাইক দেন দৈনিক বরিশাল প্রতিদিন পত্রিকার কাঁঠালিয়া প্রতিনিধি এইচ এম বাদল। এই কারণে গত ১৬ মে কাঁঠালিয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া শিকদার ও তার সহযোগীরা এইচ এম বাদলকে কাঁঠালিয়া বাজার থেকে ধরে উপজেলা পরিষদে নিয়ে রড দিয়ে পিটিয়ে গুরতর জখম করে। গুরতর আহত অবস্থায় বাদলকে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[৩০] এলাকাবাসী জানায়, ক্ষতাসীনদল আওয়ামী লীগের সমর্থক এক ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের ছেলের বিরুদ্ধে স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে ধর্ষণ চেষ্টার বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে ওই ছাত্রীর বাবা অভিযোগ করেন। বাদল তাঁর পত্রিকায় এই বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় তাঁর ওপর আগে থেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন ক্ষমতাসীন দলের নেতা কর্মীরা।[৩১]

আহত সাংবাদিক এইচ এম বাদল, ছবিঃ যুগান্তর ৩০ মে ২০১৭

সাংবাদিকদের বিদেশ সফরে সরকারের নজরদারীর সিদ্ধান্ত ও পরে প্রত্যাহার

৩৯. সরকার সাংবাদিকদের বিদেশ সফরের ওপর নজরদারি করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গত ১৭ মে একটি আদেশ বিদেশে বাংলাদেশের সব দূতাবাস ও কূটনৈতিক মিশনে পাঠানো হয়। বিদেশে সব দূতাবাস ও কূটনৈতিক মিশনে পাঠানো বার্তায় বলা হয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১২ তম সভায় সিদ্ধান্ত মতে, বিদেশে সফররত বাংলাদেশী সাংবাদিকদের ওপর নজরদারি করতে হবে। সাংবাদিকদের কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কোনো কিছু পাওয়া গেলে দূতাবাস ও কূটনৈতিক মিশনের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তা প্রতিবেদন আকারে জানাতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সাংবাদিকদের বিদেশ সফরে গিয়ে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে।[৩২] পরবর্তীতে সমালোচনার মুখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়।[৩৩]

---

[৩০] প্রসঙ্গ রেইনট্রি হোটেল: কাঁঠালিয়ায় সাংবাদিক পেটালেন উপজেলা চেয়ারম্যান/ যুগান্তর ১৮ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/05/18/125553/

[৩১] দ্য রেইনট্রি নিয়ে প্রতিবেদন লাইক–শেয়ার: সাংবাদিক পেটালেন আ. লীগ নেতা- কর্মীরা/ প্রথম আলো ১৮ মে ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1184051/

[৩২] সাংবাদিকদের বিদেশ সফর নজরদারি করবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ যুগান্তর ১৮ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/second-edition/2017/05/18/125627/

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ রয়েছে

৪০. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৪১. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩)[৩৪] মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং একে মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৪২. গত ৯ মে কুষ্টিয়ায় *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও বাংলাভিশন এর কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি হাসান আলী এবং দৈনিক কুষ্টিয়া দর্পণ এর স্টাফ রিপোর্টার আসলাম আলী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭(২) ধারার দায়ের করা মামলায় কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফএম মেজবাউল হকের আদালতে আত্মসমর্পণ করলে তাঁদের জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য হাসান আলী এবং আসলাম আলীর বিরুদ্ধে পুলিশের কথিত সোর্স হাসিবুর রহমান রিজু ফেক আইডি থেকে আপত্তিকর পোস্ট দিয়ে তাঁর মানহানি ও তাঁকে সামাজিক ভাবে হেয় করা হয়েছে বলে গত ৩০ মার্চ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি মামলা[৩৫] দায়ের করেন, যা হাসান আলী এবং আসলাম আলী সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন । এই বিষয়ে হাসান আলী জানান, পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে নানা ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভুক্তভোগীদের বিশেষ করে বিচার বহির্ভুত হত্যা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে নির্যাতন, ধর্ষণ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক তুলে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার ঘটনার তথ্যনুসন্ধান করে সংবাদ প্রকাশ করার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই কুষ্টিয়ার একদল পুলিশ কর্মকর্তা তাঁদের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। এরপর গত ১১ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি একেএম আসাদুজ্জামান এবং রাজিক আল জলিলের যৌথ বেঞ্চ হাসান আলী ও আসলাম আলীকে চার সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন।[৩৬] গত ৯ মে হাইকোর্টের জামিনের মেয়াদ শেষ হলে হাসান আলী ও আসলাম আলী কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফএম মেজবাউল হকের আদালতে আত্মসমপর্ন করলে আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। এরপর গত ২৯ মে কুষ্টিয়ার

---

[৩৩] Monitoring Journos: Foreign ministry withdraws circular /ডেইলি স্টার ২০ মে ২০১৭/ http://www.thedailystar.net/backpage/monitoring-journos-foreign-ministry-withdraws-circular-1408039

[৩৪] (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৩৫] মামলার বাদি হাসিবুর রহমান রিজু মামলার এজাহারে উল্লেখ করেন, কুষ্টিয়া শহরের থানা মোড়স্থ মোস্তফা'র চা দোকানের কর্মচারী মিরাজ আলী'র মোবাইল ফোন ব্যবহার করে হাসান আলী এবং আসলাম আলী 'Sultan Eslam' নামের একটি ফেক আইডি থেকে আপত্তিকর পোস্ট দিয়ে তাঁর মানহানি ও তাঁকে সামাজিক ভাবে হেয় করেছেন, যা তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৫৭(২) ধারার লঙ্ঘন। এরপর অভিযোগ রয়েছে যে, এসআই আজিজুর রহমানের উদ্যোগে চা দোকানের কর্মচারী মিরাজ আলী পুলিশের কাছে দেয়া বক্তব্যের সূত্র ধরে গত ৩০ মার্চ এসআই আজিজুর রহমান হাসান আলী, আসলাম আলী এবং দৈনিক মানবকণ্ঠ'র কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি মওদুদ রানা'কে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে কোনরূপ মামলা বা গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই আটক করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় নিয়ে যান। এই সংবাদ পেয়ে স্থানীয় সাংবাদিকরা থানায় এসে হাজির হন এবং পুলিশের কাছে প্রকৃত তথ্য জানতে চান। পরিস্থিতি শান্ত করতে তাৎক্ষণিকভাবে অফিসার ইনচার্জ শাহবুদ্দিন চৌধুরী আটককৃত তিন সাংবাদিককে মুক্ত করে দেন। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই উল্লেখিত এস আই আজিজুর রহমান তড়িঘরি করে টি বয়ের বক্তব্যের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলাটি লিপিবদ্ধ করেন।

[৩৬] *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য

জেলা ও দায়রা জজ হাসান আলী এবং আসলাম আলীর জামিন মঞ্জুর করলে ২০ দিন কারাভোগের পর তাঁরা সেদিনই কারাগার থেকে মুক্তি পান।[৩৭]

হাসান আলী, ছবিঃ অধিকার

আসলাম আলী, ছবিঃ অধিকার

শ্রমিকদের অধিকার

৪৩. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে ৪ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন নির্মাণ শ্রমিক, ১ জন জাহাজ ভাঙ্গার শ্রমিক এবং ২ জন সেপটিক ট্যাংকের ক্লিনার। অন্যদিকে, তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় ১৫ জন শ্রমিক মালিকপক্ষের লোকদের আক্রমণে আহত হয়েছেন।

তৈরি পোশাক শিল্প

৪৪. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ কিছু ব্যক্তির চরম দায়িত্বহীনতা ও সরকারের গুরুতর গাফিলতির কারণে বার বার শ্রমিকদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসছে। *অধিকার* মনে করে, রানা প্লাজা বিপর্যয়ের ঘটনাসহ অতীতের সবগুলো কারখানা বিপর্যয়ের ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করে জড়িতদের বিচারের সম্মুখীন করা একান্ত প্রয়োজন; নতুবা এই দায়মুক্তির চলমান পরিস্থিতি নতুন কোন বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৪৫. গত ১৬ মে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার যাত্রামুড়া এলাকায় প্যাসিফিক স্পিনিং মিলস লিমিটেড কোম্পানীর শ্রমিকরা মে দিবস ও শবেবরাতের ছুটি এবং দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবীতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করে। এই সময় মালিক পক্ষের লোকজনের হামলায় অন্তত ১৫ জন শ্রমিক আহত হন।[৩৮]

৪৬. গত ১৬ মে নারায়ণগঞ্জ জেলার ভূঁইগড়ে অবস্থিত কানন নীট ফ্যাশনের শ্রমিকরা চাষাড়া শহীদ মিনারে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। শ্রমিকরা জানান, ঈদ সামনে রেখে কানন নীট ফ্যাশনের মালিক বেতন ও বোনাস থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করার জন্য তিনমাসের বেতন বকেয়া রেখে ২ মে কারখানা হঠাৎ বন্ধ করে দেয়। মালিকপক্ষ একাধিকবার বেতন পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পালন করেনি। ফলে অর্থ সংকটে শ্রমিকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন।[৩৯]

---

[৩৭] *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য

[৩৮] রূপগঞ্জে স্পিনিং মিলে শ্রমিক অসন্তোষ/ যুগান্তর ১৭ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/second-edition/2017/05/17/125357/

[৩৯] স্পিনিং মিলে শ্রমিক অসন্তোষ হামলায় আহত ১৫/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৭ মে ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/country-village/2017/05/17/232323

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

৪৭. বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ৬ জুন ২০১৫ সালে সম্পাদিত সংশোধিত প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) চুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে (পণ্য পরিবহনে প্রতি টনে ১৯২ টাকা ২২ পয়সা হারে ধার্য মাশুলে) বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে এবং অসমভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করছে।[৪০] এরমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ভারত থেকে বেশী দামে প্রায় দুই লাখ কোটি টাকার বিদ্যুৎ কিনবে বাংলাদেশ। ২৫ বছর মেয়াদে এই বিদ্যুৎ কেনায় বাংলাদেশের ব্যয় হবে এক লক্ষ ৯০ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা।[৪১] ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যে চুক্তি স্বাক্ষর করেন তার বিষয়বস্তু গোপন করে জাতীয় সংসদে কোন আলোচনা ছাড়াই সেটি সম্পাদিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর এবারের ভারত সফরেও অনেকগুলো চুক্তি ও স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এইসব চুক্তি ও স্মারক জনসম্মুখে প্রকাশ না করায়, তা বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থবিরোধী এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরুপ কিনা তা নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া ভারত রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।[৪২] পাশাপাশি সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[৪৩] অন্যদিকে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করছে, এমনকি বাংলাদেশের আভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

৪৮. ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে প্রধান বিরোধী দলেও আছেন। এইকথা স্পষ্ট যে, ভারত বাংলাদেশের ওপর তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা রাখে এবং ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র মতো অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচনে ব্যাপকভাবে সমর্থন দেয়। বাংলাদেশে ৫ বছর পরপর জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। সেই সঙ্গে ঐ নির্বাচন যেন ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র মতো অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত না হয়ে একটি অংশগ্রহণমূলক সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হয়, সেই ব্যাপারে জনগনের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক আশা-আকাংখা। কিন্তু হঠাৎ করেই গত ২৩ মে জাতীয়

---

[৪০] Transit gets operational /দি ডেইলি স্টার/১৪ জুন ২০১৬/ http://www.thedailystar.net/backpage/transit-gets-operational-1239373

[৪১] ভারতের কাছ থেকে চড়া দামে বিদ্যুৎ কেনা: যৌক্তিক সমালোচনা আমলে নিতে হবে/ নয়াদিগন্ত ২৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/215895

[৪২] Unesco calls for shelving Rampal project /প্রথম আলো, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬/ http://en.prothom-alo.com/environment/news/122299/Unesco-calls-for-shelving-Rampal-project

[৪৩] বিএসএফের প্রস্তাবে বিজিবির সম্মতি: সীমান্তে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেবে ভারত/ প্রথম আলো, ৫ অক্টোবর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/international/article/994375/

প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ কূটনৈতিক সংবাদদাতা সমিতির (ডিকাব) সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার হর্ষবর্ধণ শ্রিংলা বলেন, "নির্বাচন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যু। ভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যু থেকে ভারত দুরত্ব বজায় রাখে তবে বাংলাদেশ যদি চায় তবে ভারত আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা দিতে পারে"।[৪৪] যদিও ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনে সেই দুরত্ব বজায় রাখেনি ভারত।

সুন্দরবন বিধ্বংসী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ হলে বছরে দেড়শ মানুষ মারা যাবে

৪৯. রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে নেদারল্যান্ডসভিত্তিক আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন গ্রিনপিসের কয়লা ও বায়ুদূষণ বিশেষজ্ঞ লরি মাইলিভিরতার এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হলে তা বাংলাদেশের বায়ুদূষণের বৃহত্তম উৎস হবে। কয়লাভিত্তিক এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণের কবলে পড়ে বছরে দেড় শ মানুষের মৃত্যু হবে। বছরে ৬০০ শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মাবে। লরি মাইলিভিরতার গবেষণা থেকে আরো জানা যায়,বিদ্যুৎকেন্দ্রটি থেকে অতি উচ্চমাত্রায় যে পারদ বের হবে, তা শিশুদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ করবে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের পারদের দূষণের কারণে সুন্দরবনের চারপাশের ৭০ কিলোমিটার এলাকার মাছ খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়বে। সচল অবস্থায় অর্থাৎ ৪০ বছরে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রটি থেকে ১০ হাজার কেজি পারদ উদগরণ হবে, যা বন্যায় প্লাবিত হয়ে সুন্দরবনসহ আশে পাশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এতে সুন্দরবনের চারপাশ এবং বঙ্গোপসাগরের জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হবে, যা ওই বনের ওপর নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকাকে সংকটাপন্ন করে তুলবে ।[৪৫]

৫০. সরকার রামপাল বিদুৎ প্রকল্প অন্যত্র সরিয়ে না নেয়ায় এবং সুন্দরবনের চারপাশের শিল্প কারখানাগুলোর অনুমোদন বাতিল না করায় গত ১৯ মে জাতিসংঘের ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্রের ২১ সদস্যের কমিটি সুন্দরবনের বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্মান বাতিল করে তাকে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব চূড়ান্ত করেছে। আগামী ২ জুলাই থেকে ১২ জুলাই পোলান্ডে অনুষ্ঠেয় সংস্থাটির বার্ষিক সাধারণ সভায় এই প্রস্তাব বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হবে। সংস্থাটি বলছে, সুন্দরবন রক্ষায় বাংলাদেশকে করা তাদের ১০ টি সুপারিশের মধ্যে ৮ টিই বাস্তবায়িত হয়নি। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে সংস্থাটির একটি পর্যবেক্ষক দল সুন্দরবন সফর করে। তারা এই প্রকল্পের কারণে সুন্দরবনের অপূরণীয় ক্ষতি হবে বলে মত দেয়।[৪৬]

৫১. উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ১২ জুলাই বহুল আলোচিত পৃথিবীর অন্যতম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের কাছে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ চুক্তি ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন 'বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড' (বিআইএফপিসিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য ও নির্মাণ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান 'ভারত হেভি ইলেকট্রিক লিমিটড' (বিএইচইএল বা ভেল) এর মহাব্যবস্থাপক প্রেম পাল যাদব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানী বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক এলাহী চৌধুরী, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, বিদ্যুৎ সচিব মনোয়ার ইসলাম, ভারতের বিদ্যুৎ সচিব প্রদীপ কুমার পূজারী, বাংলাদেশে ভারতের হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রতিবাদে

---

[৪৪] **বাংলাদেশ চাইলে নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভারত সহায়তা দিতে পারে : ডিকাব টকে শ্রিংলা**/নয়াদিগন্ত ২৪ মে ২০১৭/ www.dailynayadiganta.com/detail/news/222537

[৪৫] রামপালের দূষণে বছরে মারা যাবে দেড়শ মানুষ/ প্রথম আলো ৬ মে ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-05-06/20

[৪৬] সুন্দরবনকে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় নেওয়ার প্রস্তাব ইউনেসকোর/ প্রথম আলো ২১ মে ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1187366/

পরিবেশবাদী এবং মানবাধিকার কর্মীরা আন্দোলন করছেন। তা সত্ত্বেও সরকার এই প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে অনড় রয়েছে।

দরপত্র ছাড়াই ভারতীয় বহুজাতিক কোম্পানীর সঙ্গে পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের চুক্তি

৫২. কোনো প্রকার দরপত্র ছাড়াই ভারতীয় বহুজাতিক কোম্পানি রিলায়েন্স গ্রুপ তরল প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক ৭৫০ মেগাওয়াটের একটি পাওয়ার প্লান্ট নারায়নগঞ্জের মেঘনাঘাটে স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। গত ২৪ মে জাতীয় ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভার কমিটির এক সভায় উক্ত ভারতীয় বহুজাতিক কোম্পানির সঙ্গে এই চুক্তি হয়। এই চুক্তির ফলে ভারতীয় কোম্পানিটি প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ৫ টাকা ৮০ পয়সায় সরকারি পাওয়ার ডেভেলাপমেন্ট বোর্ড এর কাছে বিক্রি করবে।[৪৭]

বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে বিএসএফের হামলা এবং নদীর তীর সংরক্ষণ কাজে বাধা

৫৩. গত ৫ মে লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার দোলাপাড়া জিগারহাট সীমান্তে ৮৮৮ নম্বর পিলারের কাছে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে শহিদুল ইসলাম নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক তাঁর স্ত্রী আমেনা বেগমকে নিয়ে ঘাস কাটছিলেন। এই সময় ভারতের কুচবিহার জেলার শীতলখুচি থানার বড় মধুসূদন ক্যাম্পের ৩৪ বিএসএফের একটি টহল দল বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে তাঁদের রাইফেলের বাট দিয়ে পেটায় এবং হত্যার চেষ্টা চালায়। এই খবর পেয়ে স্থানীয় বাংলাদেশী লোকজন ছুটে আসলে বিএসএফের টহল দলটি চলে যায়।[৪৮]

৫৪. লালমনিরহাট জেলার মোগলহাট সীমান্তে নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষায় এক কোটি বিরানব্বই লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশের আভ্যন্তরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ধরলা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশের ভেতরে এই নির্মাণকাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এতে নদী ভাঙ্গনের আতঙ্ক বিরাজ করছে নদী তীরবর্তী বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্যে। উল্লেখ্য, ভারতের কুচবিহার জেলার দিনহাটা থানার গিতালদহ ভারবান্দা এলাকায় ধরলা নদীর তীরে পাথরের বাঁধ নির্মান করে ভারত সরকার। এতে উজান থেকে নেমে আসা ধরলার পানি বাধা পেয়ে বাংলাদেশ অংশে আঘাত করে। ফলে প্রতি বছর বর্ষায় ভাঙ্গনের কবলে পড়ে মোগলহাট সীমান্তের ধরলা তীরবর্তী ফসলি জমি, বসতবাড়ি, রাস্তাঘাটসহ অসংখ্য স্থাপনা। এরমধ্যে গৃহহীন হয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। এলাকাবাসীর অভিমত,আসন্ন বর্ষা মৌসুমের আগে এই বাঁধটি নির্মাণ করা না গেলে কয়েক হাজার পরিবারের বসতবাড়ি ও জমি ভাঙ্গনের মুখে পড়বে। [৪৯]

বিএসএফ'র মানবাধিকার লংঘন

৫৫. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী মে মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র হাতে ৩ জন বাংলাদেশী আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১ জন গুলিতে এবং ২ জন নির্যাতনে আহত হয়েছেন।

---

[৪৭] Reliance Group awarded power plant project without tender /নিউ এজ ২৫ মে ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/16283/reliance-group-awarded-power-plant-project-without-tender

[৪৮] হাতীবান্ধা সীমান্তে বাংলাদেশি দম্পতিকে বিএসএফের মারধর/ যুগান্তর ৭ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/the-northern-town/2017/05/07/122935/ এবং অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লালমনিরহাটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৪৯] **বিএসএফের বাধার মুখে বন্ধ লালমনিরহাটে ধরলা নদীর তীর সংরণকাজ**/নয়াদিগন্ত ১৮ মে ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/220757

‘চরমপন্থা’ ও মানবাধিকার

৫৬. বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। রাষ্ট্র মানুষের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো কেড়ে নিচ্ছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশে বাধা দেয়াসহ বিরোধী মত প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। ‘চরমপন্থী’ দমনের নামে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সময় নারী ও শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে এবং অনেকেই গুম হচ্ছেন,[৫০] অন্যদিকে কথিত ‘চরমপন্থীরা’ আত্মঘাতী হামলা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ আছে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ধর্মীয় ‘চরমপন্থার’ বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করছে তার বেশীরভাগ ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে তারা প্রায় একইরকম বর্ননা দিচ্ছে। এই যাবতকালে ‘বন্দুকযুদ্ধ’, ‘ক্রসফায়ার’ বা ‘এনকাউন্টারের’ নামে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মৃত্যুতে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী যে ধরনের বর্ণনা দিয়েছে, প্রায় একইরকমভাবে ‘চরমপন্থা’ দমনের ক্ষেত্রেও বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ হলি আর্টিজানে হামলার পর থেকে ধর্মীয় ‘চরমপন্থার’ বিরুদ্ধে যতগুলো অভিযান পরিচালিত হয়েছে তাতে ৩/৪ মাসের শিশু এবং নারীসহ ৮০ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তি মারা গেছেন অথবা ‘আত্মহত্যা’ করেছেন এবং অনেকেই গ্রেফতার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় মারা গেছেন বলে জানা গেছে। এছাড়া ধারালো অস্ত্র নিয়ে ‘চরমপন্থীদের’ হামলার কথা উল্লেখ করা হলেও পরে তাদের বাসা থেকে গুলি-পিস্তল উদ্ধার করেছে বলে পুলিশ জানাচ্ছে। ফলে এই ধরনের অভিযানে সত্যিকার অর্থে কি ঘটেছিল এবং ঘটছে সেই সর্ম্পকে জনগণের মধ্যে স্বচ্ছ কোনো ধারণা নাই।[৫১]

৫৭. গত ৬ মে দিবাগত রাত থেকে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুরের বজরাপুরে হঠাৎপাড়ায় ‘চরমপন্থিদের’ আস্তানা সন্দেহে একটি বাড়ি ঘিরে রাখে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। ‘চরমপন্থিদের’ আস্তানার আশপাশে ১৪৪ ধারা জারি করে স্থানীয় প্রশাসন এবং ‘সাটল স্প্লিট’ নামে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ৭ মে ভোর আনুমানিক ৫ টায় কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট ও পুলিশের সদস্যরা বাড়িটিতে ঢুকতে চেষ্টা করার সময় ভেতর থেকে গুলি ও বোমার বিস্ফোরণ ঘটনো হয়। এই সময় মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আহমেদ কবিরের সাথে নিহত চরমপন্থী তুহিনের ১০ মিনিট ধস্তাধস্তি হয় এবং পরে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে তুহিন নামে এক ‘চরমপন্থি’ নিহত হন বলে পুলিশ জানায়। এই অভিযানে আরেকজন ‘চরমপন্থি’ নিহত হয়েছেন, যার নাম জানাতে পারেননি পুলিশ। অভিযান শেষে গত ৭ মে রাত ৮:৫০ মিনিটে ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশের খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি দিদার আহমেদ। এই সময় তিনি দুই ‘চরমপন্থী’ নিহত ও বাড়ির মালিক জহিরুল ইসলাম ও তাঁর ছেলে জসিমকে আটক করা হয়েছে বলে জানান। চরমপন্থিদের আস্তানা থেকে উদ্ধার করা ৪টি বোমা নিষ্ক্রয় করা হয়েছে এবং সেখান থেকে দুটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।[৫২]

৫৮. গত ১০ মে রাত আনুমানিক দুটায় পুলিশ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ীর মাটিকাটা ইউনিয়নের বেণীপুরের ভ্রাম্যমাণ কাপড় ব্যবসায়ী সাজ্জাদ আলীর বাড়ি ‘চরমপন্থী’র আস্তানা সন্দেহে ঘেরাও করে বলে পুলিশ জানায়। এরপর ১১ মে সকালে পুলিশ সদস্যরা মাইকে ‘চরমপন্থী’দের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে বলে।

---

[৫০] অপারেশন হিট ব্যাক: বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন সাত লাশের চারটিই শিশুর/ প্রথম আলো ১ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1130046/

[৫১] Extremism tackling narrative warrants transparency /নিউএজ ২৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/14532/extremism-tackling-narrative-warrants-transparency

[৫২] *অধিকার* এর সঙ্গে সঙশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

কিন্তু তাতে কোনো সাড়া না পেয়ে সকাল আনুমানিক পৌনে ৮ টায় দমকল বাহিনীর সদস্যরা বাড়িটি লক্ষ্য করে পানি স্প্রে করা শুরু করে । এই সময় ঘর থেকে বের হয়ে কথিত 'চরমপন্থী' সাজ্জাদ, তাঁর স্ত্রী বেলী খাতুন, মেয়ে কারিমা খাতুন, ছেলে আল আমিন ও জেএমবি নেতা আশরাফ দমকল বাহিনীর সদস্য মতিনের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এতে মতিন গুরতর আহত হন এবং তাঁকে হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান। গোদাগাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিপজুর আলম মুন্সী জানান, পরে 'চরমপন্থী' সাজ্জাদ (৫০), তাঁর স্ত্রী লুৎফুন্নেসা বেলী (৪৫), মেয়ে কারিমা খাতুন (১৭), ছেলে আল আমিন (২০) ও জেএমবি নেতা আশরাফ (২৩) আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মারা যান। ওই সময় ঘর থেকে বেরিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন সাজ্জাদের বড় মেয়ে সুমাইয়া। এই সময় পুলিশ তাঁর দেড় মাস ও পাঁচ বছর বয়সী দুই ছেলে কে উদ্ধার করে। গত ১২ মে সকাল আনুমানিক সাড়ে নয় টায় ঐ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১১টি বোমা, ১টি পিস্তল, একটি গুলির ম্যাগাজিন, দুই রাউন্ড গুলি, জেহাদী বই ও সিডি উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশ জানায়। ১২ মে বেলা ১টায় রাজশাহীর অতিরিক্ত ডিআইজি নিশারুল আরিফ 'সান ডেভিল' নামে এই অভিযানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।[৫৩]

৫৯. নরসিংদী শহরের গাবতলী উত্তরপাড়া এলাকার একটি এক তলা বাড়িতে সিলেটের 'আতিয়া মহল'[৫৪] থেকে পালিয়ে আসা কয়েকজন 'চরমপন্থী' আস্তানা গেড়েছেন এমন সংবাদ পেয়ে র‍্যাব গত ১৯ মে সন্ধ্যা থেকেই বাড়িটি ঘিরে রাখে। তবে ঐ দিন রাতেই ঘটনাস্থলে চলে আসা বাড়িটির ভেতরে আটকে পড়া কয়েকজনের স্বজনের বক্তব্যের পর র‍্যাবের দাবির সত্যতা নিয়ে সন্দেহ তৈরী হয়। এছাড়া ভেতরে অবস্থানরত ব্যক্তিরা সাংবাদিকদের সঙ্গে ফোনালাপে নিজেদের নির্দোষ দাবি করতে থাকেন। তাঁদের স্বজনরাও দাবি করছিলেন- পড়াশোনার জন্যই তাঁরা ওই বাড়িতে থাকতেন। তাঁরা কেউ 'চরমপন্থী' নন। অভিযান চলাকালেই বাড়ির ভেতর থেকে আবু জাফর নামের এক তরুণ তাঁর ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে লেখেন "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের বাঁচান। আমরা নিরপরাধ। আমরা আওয়ামী লীগের কর্মী। আমরা ষড়যন্ত্রে শিকার।" এরপর গত ২১ মে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে র‍্যাব একে একে পাঁচজনকে ওই বাড়ি থেকে বের করে আনে এবং র‍্যাবের গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের। পাঁচজনের মধ্যে সালাহউদ্দিন ও আবু জাফর নামে দুই জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বাছিকুল ইসলাম, মাসুদুর রহমান ও মশিউরকে তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।[৫৫]

৬০. *অধিকার* মনে করে সমাজের সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে এই ধরনের ঘটনাগুলো এড়ানো সম্ভব হবে এবং দেশের সমস্ত মানুষ তাঁদের অধিকার ভোগ করতে পারবেন, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং রাষ্ট্রীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। দেশে এমন একটি পরিবেশ তৈরী করতে হবে, যেখানে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া প্রত্যেক মানুষকে যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে তাঁদের আবেগকে নিয়ন্ত্রন করে মূল ধারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। *অধিকার* প্রতিনিয়ত

[৫৩] ৩৫ ঘণ্টার অপারেশন 'সান ডেভিল':রাজশাহীতে ফায়ার সার্ভিস কর্মী ও ৫ জঙ্গি নিহত/ যুগান্তর ১৩ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/05/13/124093/

[৫৪] সিলেট মহানগরের দক্ষিণ সুরমায় চরমপন্থি আস্তানা সন্দেহে আতিয়া মহল নামের একটি বাড়িতে চরমপন্থীরা অবস্থান করছে-এমন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ গত ২৩ মার্চ ২০১৭ রাত আড়াইটা থেকে বাড়িটি ঘিরে রাখে। অভিযান চালাতে ঢাকা থেকে সোয়াটের একটি এবং সেনাবাহিনীর আরেকটি দল ২৪ মার্চ ২০১৭ সিলেটে পৌঁছায়। রাতভর বাড়িটি ঘিরে রাখার পর ২৫ মার্চ সকাল থেকে সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো দল 'অপারেশন টোয়াইলাইট' অভিযান শুরু করে এবং সকাল ১১টার দিকে ভবনটিতে বসবাসকারী ৭৮ জনকে উদ্ধার করা হয়। এ অভিযানের মধ্যেই ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় দুই দফা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এবং অনেকেই হতাহত হন। এরপর ২৬ মার্চ ২০১৭ দিনব্যাপী চালানো অভিযানের পর ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় অভিযান পরিচালনাকারী সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে এক প্রেস ব্রিফিং-এ জানানো হয় যে, ওই ভবনের নিচতলায় চারজনের মরদেহ পড়ে রয়েছে। এর মধ্যে তিনজন পুরুষ এবং একজন নারী। তাঁরা বলেন দুটি মরদেহে আত্মঘাতী বেল্ট লাগানো ছিল।

[৫৫] নরসিংদীর 'জঙ্গি আস্তানা'য় অভিযান: ৫ জনের আত্মসমর্পণ পরিবারে হস্তান্তর ৩ তরুণ/ যুগান্তর ২২ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/05/22/126472/

সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এই বলে সতর্ক করেছে যে, দেশের নাগরিকদের মত প্রকাশে বাধা, সভা-সমাবেশে বাধা, নির্যাতন, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং গুমসহ অন্যান্য মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর নিস্পত্তি না হলে অবশ্যম্ভাবীভাবে দেশকে একটি পাল্টা পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়া হবে।

মানবাধিকার লংঘনের কারণে বাংলাদেশের নাগরিকরা দেশ ছাড়ছেন

৬১. শরনার্থী হয়ে ইউরোপে পাড়ি জমাচ্ছেন বাংলাদেশীরা। ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্র পথে যে সব দেশের নাগরিকরা ইউরোপে পাড়ি দিচ্ছেন এঁদের মধ্যে এককভাবে বাংলাদেশের নাগরিকরাই বেশী। দৈনিক ইন্ডিপেনডেন্টএর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের প্রথম তিন মাসে মাত্র একজন বাংলাদেশী ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইটালি পৌঁছেছিলেন। অথচ এই বছর একই সময়ে সেখানে পৌঁছেছেন ২৮০০ জনের বেশি বাংলাদেশী।[৫৬] ভূমধ্যসাগরের নৌকা থেকে যেসব অভিবাসন-প্রত্যাশীকে উদ্ধার করা হয়, তাঁরা ত্রাণকর্মীদের জানিয়েছেন, ঢাকা থেকে দুবাই বা তুরস্ক এবং সেখান থেকে লিবিয়ায় যেতে তাঁরা প্রত্যেকে ১০ হাজার ডলার (বাংলাদেশী টাকায় ৮ লাখেরও বেশী) দিয়ে থাকেন পাচারকারীদের। এরপর আরো ৭০০ ডলার (৬০ হাজার টাকা) ব্যয় করতে হয় ইউরোপগামী নৌকায় চড়তে। এই বছরই প্রায় ১১০০ মানুষ ডুবে, শ্বাসকষ্টে বা ঠাণ্ডায় মারা গেছেন। চ্যাথাম হাউজের এশিয়া প্রোগ্রামের জ্যেষ্ঠ রিসার্চ ফেলো গ্যারেথ প্রইস বলেন, অভিবাসন করার জন্য শুধু দারিদ্রাই প্রধান কারণ নয়, মিয়ানমারের নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিমরাও বাংলাদেশ ছেড়ে যাচ্ছে। দেশটির বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীরাও দাবি করেছেন, তাঁদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে। তাই জীবন বাঁচানোর তাগিদে তাঁদের অনেক সদস্য বিদেশে আশ্রয় নিতে চান।[৫৭] হংকং ভিত্তিক এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশনও এই ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।[৫৮]

৬২. উল্লেখ্য, এর আগে ২০১৫ সালের ১ মে মালয়েশিয়ার সীমান্তবর্তী থাইল্যান্ডের শংখাল প্রদেশের সাদাও জেলার একটি জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার থেকে সমুদ্রপথে নৌকায় করে বিদেশে পাড়ি জমানো অভিবাসীদের ৩২টি গণকবরের সন্ধান পায় থাই নিরাপত্তারক্ষীরা। একই সঙ্গে তারা ওই জঙ্গলে অভিবাসীদের আটকে রাখার বেশ কিছু পরিত্যক্ত ক্যাম্পেরও সন্ধান পায়। জানা যায়, প্রতিবছর ১০ হাজারেরও বেশী দরিদ্র বাংলাদেশী ও মিয়ানমারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যরা থাইল্যান্ডের কুখ্যাত ওই মানবপাচারের রুট দিয়ে মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করে কাজের খোঁজে।[৫৯]

---

[৫৬] Bangladesh is now the single biggest country of origin for refugees on boats as new route to Europe emerges / ডেইলী ইনডিপেডেন্ট ইউকে, ৫ মে ২০১৭/http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-migrants-bangladesh-libya-italy-numbers-smuggling-dhaka-dubai-turkey-detained-a7713911.html

[৫৭] নৌকায় ইউরোপমুখী শরণার্থী স্রোতে বাংলাদেশিরাই বেশি/ মানবজমিন ৭ মে ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=64433&cat=2/

[৫৮] BANGLADESH/WORLD: Establishing effective governance is way to stop refugee flow out of the country / AHRC, 11 May 2017/ http://www.ahrchk.org/ruleoflawasia.net/news.php?id=AHRC-PAP-001-2017

[৫৯] থাইল্যান্ডের গণকবরে বাংলাদেশির লাশ! / বাংলাদেশ প্রতিদিন ৩ মে ২০১৫/ http://www.bd-pratidin.com/first-page/2015/05/03/78737, থাইল্যান্ডের জঙ্গলে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের গণকবর! / প্রথম আলো ৩ মে ২০১৫/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/518338/

দক্ষিণ থাইল্যান্ডের সাদাও এলাকার জঙ্গলে গণকবর থেকে দেহাবশেষ উদ্ধার করেন উদ্ধারকর্মী ও ফরেনসিক কর্মকর্তারা। ছবিঃ প্রথম আলো, ৩ মে ২০১৫

৬৩. *অধিকার* বাংলাদেশের নাগরিকদের এই ঝুঁকিপূর্ণ সাগর পারি দিয়ে অভিবাসী হওয়ার চেষ্টার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। সরকার দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে বলে দাবি করলেও বর্তমানে চরম ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান প্রকট হয়েছে। সরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে উন্নয়নকে গুরত্ব দিচ্ছে এবং ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে বলে প্রচার করছে। অথচ উন্নয়নের নামে দেশে যে দুর্নীতি ও লুটপাট চরম আকার ধারন করেছে সেই ব্যাপারে গত ১৮ মে টাঙ্গাইলে এক সভায় প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেছেন, “১০০ টাকা কোন উন্নয়ন কাজের জন্য বরাদ্ধ দেয়া হলে তার মাত্র ৪০ টাকা খরচ হয়, বাকি ৬০ টাকা চুরি হয়। এটাই বাস্তব চিত্র, আমি এর বেশী বলতে চাইনা”।[৬০] সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের লুটপাট দুর্নীতি এবং অত্যাচারের কারণে সাধারণ মানুষ চরম অর্নিশ্চিয়তার মধ্যে দিন যাপন করছে। ফলে অনেকেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দালালদের মাধ্যমে সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৬৪. নারীদের প্রতি সহিংসতা অব্যাহত আছে। ধর্ষণ, যৌতুক, পারিবারিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ চলছেই। সঠিক আইনের প্রয়োগ না হওয়া, দায়মুক্তির সংস্কৃতি অব্যাহত থাকা এবং সমন্বিতভাবে জনগণকে সচেতনতার আওতায় আনতে না পারায় নারীরা এর শিকার হচ্ছেন। সেই সঙ্গে সদ্য পাশ হওয়া বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ এর ফলে বাল্য বিয়ের পথ আরো প্রশস্ত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি করেছে।

ধর্ষণ

৬৫. ধর্ষণের মতো মারাত্মক অপরাধ সমাজে ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি অব্যাহত থাকায় ধর্ষণের শিকার ভিকটিমরা ও তাঁদের পরিবারগুলো ধর্ষণের বিষয়টি নিয়ে আইন আদালতে সহযে যেতে সাহস পান না। এ ছাড়া নেতিবাচক সামাজিক মনোভাবের কারণেও একের পর এক নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হলেও তা প্রকাশ পাচ্ছে না।

[৬০] Tk 60 out of every Tk 100 stolen in dev project: CJ /ডেইলি স্টার ১৯ মে ২০১৭/ http://www.thedailystar.net/city/tk-60-out-every-tk-100-stolen-country-cj-1407475

৬৬. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে মোট ৭৭ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২৫ জন নারী ও ৫২ জন মেয়ে শিশু। ঐ ২৫ জন নারীর মধ্যে ১২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৫২ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৯ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৪ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়কালে ৭ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৬৭. গত ২৮ মার্চ ঢাকার বনানী এলাকায় হোটেল দি রেইনট্রি নামে একটি হোটেলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হন। ধর্ষণের শিকার দুই ছাত্রী লিখিতভাবে গত ৪ মে বনানী থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও আসামীরা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় ৫ মে রাত ১০ টা পর্যন্ত থানা অভিযোগটি মামলা হিসেবে গ্রহণ করেনি। এরই মধ্যে ধর্ষকরা তাঁদের হুমকি দেয় যে, বিষয়টি আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করা হলে ধর্ষণের ভিডিও চিত্র ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়া হবে। অবশেষে গত ৬ মে রাতে সাদনান সাফিক, সাফাত আহমেদ ও নাইম আশরাফসহ পাঁচজনকে অভিযুক্ত করে বনানী থানায় একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ সাফাত আহমেদ, সাদনান সাফিক, সাদনান সাফিকের দেহরক্ষী আবুল কালাম আজাদ ও গাড়িচালক বিল্লাল এবং আবদুল হালিম ওরফে নাইম আশরাফকে গ্রেফতার করেছে।[৬১]

সাফায়েত আহমেদ

ছবিঃ যুগান্তর, ১০ মে ২০১৭

নাঈম আশরাফ

ছবিঃ যুগান্তর, ১০ মে ২০১৭

সাদনান সাফিক

ছবিঃ যুগান্তর, ১০ মে ২০১৭

সাফায়াতের গাড়ীচালক বিল্লাল

ছবিঃ ডেইলি স্টার, ১৬ মে ২০১৭

সাফায়াতের দেহরক্ষী রহমত

ছবিঃ ডেইলি স্টার, ১৬ মে ২০১৭

৬৮. গত ৫ মে রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টায় দুই নারী কাজের সন্ধানে ঢাকায় আসার জন্য ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর রেল স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। এই সময় কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত

[৬১] দুই শিক্ষার্থীকে হোটেলে আটকে গণধর্ষণ/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৬ মে ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/city/2017/05/06/229315, বন্ধুর পার্টিতে ধর্ষিত দুই তরুণী থানায় মামলা দায়ের যুগান্তর ৭ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/05/07/122755/, **সাফাতের বডিগার্ড ও ড্রাইভার গ্রেপ্তার**/ মানবজমিন ১৬ মে ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=65577&cat=2/

ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ শাহিন ও যুবলীগের ওয়ার্ড সভাপতি কৃষ্ণ দাস এবং তাদের সহযোগী রাজু, সবুজ ও আজগর দুই নারীকে পাশের আমবাগানে নিয়ে ধর্ষণ করে। পুলিশ শেখ শাহিন, কৃষ্ণ দাস ও রাজুকে গ্রেফতার করেছে।[৬২]

যৌতুক সহিংসতা

৬৯. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে ২২ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ১১ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ১০ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ১ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন।

৭০. যৌতুকের দাবি মেটাতে না পেরে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার কয়রা গ্রামের রজনী খাতুন নামে এক গৃহবধু আত্মহত্যা করেছেন। পাঁচ মাস আগে রজনী খাতুনের সঙ্গে সিঙ্গাপুর প্রবাসী রিপন আলীর বিয়ে হয়। রজনীর বাবা শামসুল আলম বলেন, বিয়ের সময় মোটরসাইকেল, ফ্রিজ ও খাট দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারনে তা দিতে না পারায় রিপন আলী রজনীকে মারধর করতো ও মানসিকভাবে চাপে রাখতো। এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গত গত ২ মে রজনী বিষপানে আত্মহত্যা করে। এই ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি।[৬৩] উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন অনুযায়ী- যৌতুক দেয়া ও নেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ এবং যৌতুক সহিংসতার কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে তা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরণ

৭১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে মোট ১৪ জন নারী বখাটেদের দ্বারা হয়রানী ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন আত্মহত্যা, ১ জন আহত ও ১২ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে কর্তৃক ৩ জন পুরুষ আহত হয়েছেন।

৭২. বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার বাকাল ইউনিয়নের কোদালধোয়া গ্রামের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী পূজা সরকার ও তাঁর বোন এসএসসি পাস করা সমাপ্তি সরকারকে স্কুলে আসা যাওয়ার পথে উত্ত্যক্ত করতো রামশীল গ্রামের পরেশ বাড়ৈ, স্বপন, শিশির বাড়ৈ ও তাদের সঙ্গে থাকা কয়েকজন দুর্বৃত্ত। গত ১২ মে রাতে পূজা ও সমাপ্তির বাড়ির সামনের একটি ব্রিজে বসে দুর্বৃত্তরা মাদক সেবন করে তাদেরকে অশ্লীল ভাষায় ডাকাডাকি করতে থাকে। এই সময় পূজা ও সমাপ্তির বড় ভাই মনোতোষ তাদেরকে বাধা দিলে দুর্বৃত্তরা মনোতোষসহ চারজনকে পিটিয়ে আহত করে।[৬৪]

এসিড সহিংসতা

৭৩. মে মাসে ৫ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

---

[৬২] ঝিনাইদহে দুই নারীকে গণধর্ষণ ছাত্রলীগ সভাপতি গ্রেফতার/ যুগান্তর ১১ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/city/2017/05/11/123869/

[৬৩] যৌতুকের দাবিতে নির্যাতন :   চুয়াডাঙ্গায় নববধূর আত্মহত্যা/ যুগান্তর ৪ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/05/04/122084/

[৬৪] আগৈলঝাড়ায় ২ বোনকে উত্ত্যক্ত: বখাটেদের হামলায় বাবা- ভাইসহ চারজন হাসপাতালে/ যুগান্তর ১৪ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/bangla-face/2017/05/14/124489/

৭৪. গত ৬ মে গাজীপুরে পারিবারিক কলহের জের ধরে স্ত্রী নাসরিনের ওপর অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে স্বামী সুরুজ মিয়া। এতে নাসরিন মারাত্মকভাবে আহত হন। তাকে উত্তরা রিজেন্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নাসরিনের বড় বোন জ্যোস্না বেগম বলেন, তাঁর বোনের স্বামী সুরুজ মিয়া নেশাগ্রস্ত। আগের বিয়ের কথা গোপন করে তাঁর বোনকে সুরুজ বিয়ে করে। সুরুজ প্রায়ই নাসরিনকে মারধর করতো। এক পর্যায়ে নাসরিন তাঁর ছেলেকে নিয়ে অন্য জায়গায় বাসা ভাড়া করেন এবং একটি কারখানায় কাজ নেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সুরুজ মিয়া নাসরিনের ওপর এসিড ছুঁড়ে মারে। পুলিশ সুরুজ মিয়াকে গ্রেফতার করেছে।[৬৫]

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

৭৫. বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে এর ওপর হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ওপর *অধিকার* প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে পরবর্তীতে আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। আদিলুর এবং এলানকে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন আটক রাখা হয়। *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত আছে।

৭৬. এরই মধ্যে মানবাধিকার কর্মী যাঁরা দেশের বর্তমান নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা হয়রানীর সম্মুখিন হচ্ছেন। তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন[৬৬] এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীন দলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র গুলিতে নিহত হন।[৬৭] মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে সোচ্চার ভূমিকা পালনের জন্য *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মী হাসান আলী ও আসলাম আলী ২০ দিন কুষ্টিয়া জেলে বন্দি ছিলেন।

অধিকার এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য তিন বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই তাঁরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও কাজ করে চলেছেন।

---

[৬৫] অ্যাসিড–দগ্ধ নাছরিনের আকুতি: আমি বাঁচতে চাই/ প্রথম আলো ১১ মে ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1176659/

[৬৬] বিস্তারিত জানতে অধিকারের মার্চ ২০১৬ এর মানবাধিকার রিপোর্ট দেখুন/ www.odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদন-১-৩**

[৬৭] বিস্তারিত জানতে অধিকারের ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এর মানবাধিকার রিপোর্ট দেখুন/ www.odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদনঃ-ফে**

সুপারিশসমূহ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। সরকারকে অবশ্যই জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৩. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। গুমকে অপরাধ হিসেব গণ্য করে জাতীয় আইনে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সরকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৪. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতালম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

৫. মতপ্রকাশ ও গণ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৬. তৈরি পোশাক শিল্প এবং অন্যান্য শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে। তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. অবিলম্বে প্রান-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্কিারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করতে হবে।

৮. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১০. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।